100

তারিখ ··· 26 OCT 1998
পৃষ্ঠা 16 কলাম 4

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষক সমাজ সহসাই আন্দোলনে যাচ্ছে

বরিশালে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের দাবী আজো বাস্তবায়িত হয়নি

বরিশাল ব্যুরো : বরিশালে শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের ন্যায়সংগত দাবী মেনে নেয়ার পক্ষে জনমত প্রবল হচ্ছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার শীর্ষে বরিশালের অবস্থান হলেও আজ পর্যন্ত এখানে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের বিষয়টি আলোর মুখ দেখেনি কতিপয় মুখচেনা মহলের স্বার্থান্বেষী কর্মকাণ্ডের কারণে। ফলে জনমনে ক্ষোভ বেড়েছে। সম্প্রতি সিলেটে শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের ঘোষণায় দক্ষিণাঞ্চলে জনমনে ক্ষোভ আরও প্রবল হতে শুরু করেছে। বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের শিক্ষক সমাজ, বরিশালে শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের দাবীতে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। এ আন্দোলনে সকল পেশাজীবীদের সম্পৃক্ত করে তা আরও জোরদার হচ্ছে। শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের দাবীতে বরিশালে আন্দোলন খুব সহসাই যথেষ্ট প্রবল হবার কথাও জানিয়েছেন শিক্ষক সমাজ।

দেশে শিক্ষিতের হারের দিক থেকে বরিশাল অন্যতম শীর্ষস্থান দখলকারী। বর্তমানে গোটা বরিশাল বিভাগই যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতাভুক্ত। ফলে সুদূর মনপুরা, পাথরঘাটা, গলাচিপা, চরফ্যাশনসহ দক্ষিণাঞ্চলের দূর-দূরান্ত থেকে যে কোন প্রয়োজনে একজন শিক্ষক বা ছাত্র অভিভাবকদের যশোরে আসা-যাওয়া করতেই ৪-৫ দিন সময় লাগে। যশোরের সাথে বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগও খুব কষ্টকর।

বরিশালে একটি শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের দাবী দীর্ঘদিনের। এরশাদ সরকারের আমলে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ ওয়াদাও করেছিলেন বরিশালে শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের। এ লক্ষ্যে ফাইলও চালু হয়েছিল। কিন্তু যশোর শিক্ষাবোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যানের কিছু অসত্য প্রতিবেদনের কারণে তা শেষ পর্যন্ত স্থগিত হয়ে যায়।

বিএনপি সরকারের আমলেও তৎকালীন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী প্রিন্সিপাল ইউনুস খান বরিশালে শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের কথা জানান। এ লক্ষ্যে তিনিও কতিপয় পদক্ষেপ নেন। এমনকি এক পর্যায়ে বরিশালের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়া হয়, যাতে তিনি সেখানে গিয়ে বরিশালে শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন সরকারের কাছে দাখিল করেন। কিন্তু ঐ শিক্ষাবিদ সেখানে যোগদান করেননি। এছাড়াও বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে তার নীতিগত সম্মতি আদায় করেছিলেন মরহুম ইউনুস খান। তবে তাঁর অকাল মৃত্যুতে বিষয়টি আর অগ্রগতি লাভ করেনি।

এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতায় সর্বমোট স্কুলের সংখ্যা ২৫২৭টি। এরমধ্যে শুধুমাত্র বরিশাল বিভাগেই রয়েছে ১ হাজার ৫০টি। কলেজের সংখ্যা বোর্ডের আওতায় ৪৬৪টি। এর মধ্যে বরিশাল বিভাগে রয়েছে ১৬৪টি। চলতি বছর যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ১৬টি জেলা থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬১৮ ও ৯২ হাজার ৭৭৭ জন। এর মধ্যে বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই ছিল যথাক্রমে ৪৫ হাজার ১৩০ ও ২৮ হাজার ৬০৬ জন। এসব বিবেচনায়ও বরিশালে একটি শিক্ষাবোর্ডের দাবী যুক্তিযুক্ত বলে শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী সমাজ দাবী করেছেন।

সরকার সম্প্রতি সিলেটে একটি শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। বরিশারবাসী সে সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য না করে বরিশালেও অবিলম্বে শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের দাবী জানিয়েছেন। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, বরিশাল বিভাগে স্কুলের সংখ্যা ১ হাজার ৫০টি, সিলেট বিভাগে ৫২৫টি।

কলেজ বরিশাল বিভাগে ১৬৪টি, সিলেটে মাত্র ৫৪টি। বিগত '৯৫, '৯৬ ও '৯৭ সালে বরিশাল বিভাগ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে ২ লাখ ৩৬ হাজার ৫২১ জন ছাত্র-ছাত্রী। যা সিলেট বিভাগে ছিল মাত্র ১ লাখ ৬২ হাজার ৩৭৬।

বরিশালে শিক্ষাবোর্ড বাস্তবায়নের এ ন্যায়সংগত দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বিভিন্ন পেশাজীবীদের সমন্বয়ে আন্দোলন গড়ে তুলছে।

ইতোমধ্যেই জনাব এম এ গফুরকে আহবায়ক ও বাবু সন্তোষ মুখার্জীকে সদস্য সচিব করে 'বরিশাল শিক্ষাবোর্ড বাস্তবায়ন সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়েছে। পরিষদ গত ২০ আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের আন্দোলনের কর্মসূচীও ঘোষণা করেছেন। প্রাথমিকভাবে ২১ আগস্ট থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্নভাবে আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। এর পরে আরও ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচী আসছে।